আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের সেবাসমূহ

১. এজেন্ট ব্যাংকিং:

- চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সর্বত্র, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে।

চিত্র ০১: গ্রাহক সমাবেশ

- যেসব এলাকায় প্রচলিত শাখা ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়, সেসব এলাকায় ব্যাংকিং সেবার পরিধি সম্প্রসারণে এজেন্ট ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দেশের ৩০টি ব্যাংকের ১৫,৪২৪ জন এজেন্ট কর্তৃক ২০,৫৯৭টি আউটলেটের মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে খোলা হিসাবের সংখ্যা ২.৭২ কোটি, যার মধ্যে ১.৩৬ কোটি (৫০ শতাংশ) নারী গ্রাহকদের। এছাড়া, গ্রামীণ এলাকায় ১৭,৬০১টি আউটলেটের মাধ্যমে খোলা হিসাবের সংখ্যা ২.৩০ কোটি এবং সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ৪২,২৫১প্রায় কোটি টাকা।
- এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত মোট আমানত ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১,৯০৭ প্রায় ও ৪০,৮৭০ প্রায় কোটি টাকা।
- এজেন্ট আউটলেট থেকে জনগণ নিম্নোক্ত সেবা পেয়ে থাকেন-
  - সহজেই অ্যাকাউন্ট খোলা, অর্থ জমা ও উত্তোলন এবং অর্থ প্রেরণ;
  - বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল প্রদান, বেতন, অবসর ভাতা এবং সরকারের বিভিন্ন ভাতা গ্রহণ;
  - ঋণের জন্য আবেদন এবং ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ঋণের অর্থ গ্রহণ ও ফেরত প্রদান;
  - বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্স গ্রহণ।

চিত্র ০২: গ্রাহক সমাবেশ

- এজেন্ট ব্যাংকিং এ নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধাঃ
  ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান অর্থাৎ এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যূন ৫০% নারী এজেন্ট নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া, আউটলেটে টেলারসহ জনবল নিয়োগেও নারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

চিত্র ০৩: গ্রাহক সমাবেশ

২. ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ:

- অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বল্প সুদে 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০২ জুন ২০২২ তারিখে ১০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়।
- এ সুবিধার আওতায় কোনরূপ জামানত ছাড়াই সম্পূর্ণ ডিজিটাল মাধ্যম (ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-ওয়ালেট ইত্যাদি) ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ছয় মাস মেয়াদের জন্য ৫০০ টাকা হতে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করা যায়।
- ঋণ আবেদন, যাচাই, অনুমোদন ও ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান ইত্যাদি সকল কাজই ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।
- গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার বার্ষিক ৯%।
- বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহের অনুকূলে বার্ষিক ১% সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে।
- আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ২৫,৫৫,০১১টি ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে ১,৭৭০.৮৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে ।
- মোট ঋণগ্রহীতাদের ২২% নারী।

৩. Financial Service Providers (FSP) Interactive Map:

- মানুষ কে খুব সহজেই তাদের আশেপাশে অবস্থিত তফসিলি ব্যাংকসমূহের শাখা, উপশাখা, এজেন্ট আউটলেট বা এটিএম বুথ-এর অবস্থান সম্পর্কে জানানোর লক্ষ্যে এই সার্ভিস পয়েন্টগুলোর তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়ে Financial Service Providers (FSP) Interactive Map সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট (https://geoloc.bb.org.bd) চালু করা হয়েছে।
- উক্ত ওয়েবসাইটের মোবাইল অ্যাপ ভার্সন উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
  গ্রাহকগণের জন্য দেশের ব্যাংকসমূহের সার্ভিস পয়েন্ট তথা শাখা, এজেন্ট আউটলেট, এটিএম বুথ ও উপশাখার প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উক্ত ওয়েবসাইটে সংকলন করা হয়েছে।
- সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৬ এর তথ্য অনুযায়ী উক্ত ওয়েবসাইটে ৬১টি ব্যাংক, ১১,৩৪০টি শাখা, ৪৬৪২টি উপশাখা, ২০,৮৪১টি এজেন্ট আউটলেট, ১২,২৯৯টি এটিএম বুথসহ সর্বমোট ৩৬,৮২৭টি সার্ভিস পয়েন্টের তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে।

৪. স্টুডেন্ট ব্যাংকিং:

- ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০১ এর মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অধিকতর বেগবান, ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে "স্কুল ব্যাংকিং" ধারণাটি "স্টুডেন্ট ব্যাংকিং" নামে অভিহিতপূর্বক উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের বয়স ২৫ বছরে উন্নীত করে (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর এবং ১৮-২৫ বছর) দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ০৪: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং

- ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোন শিক্ষার্থী তার পিতা-মাতা/অভিভাবকের সহায়তায় ন্যূনতম ১০০ টাকা জমার মাধ্যমে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারবে এবং ১৮ বছরের অধিক বয়সী শিক্ষার্থী নিজেই স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করতে পারবে।

চিত্র ০৫: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং

- স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবসমূহে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সী স্কুল/কলেজগামী শিক্ষার্থীদের লেনদেনের মাসিক সীমা বর্ধিতকরণসহ তরুণ শিক্ষার্থীদের SMS Alert, চেকবুক, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা চালু ও এটিএম/ডেবিট/ক্রেডিট/ইন্টারন্যাশনাল কার্ড ইস্যু ও Schedule of Charges এ উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্টের ফি হতে ৫০% ডিসকাউন্ট সুবিধা এবং ব্যাংকের বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী হিসাবের মধ্যে প্রদত্ত সর্বোচ্চ সুদ/মুনাফা হার প্রদানের জন্য গাইডলাইন্সে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা সহজে ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হতে পারবে।

চিত্র ০৫: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং

- অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন ধরনের সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেমন: যেকোনো ব্যাংক বা শাখায় লেনদেন, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, পেমেন্ট গেটওয়ে বা গেটওয়ে নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল অ্যাপ, কার্ডভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম, ক্যাশলেস লেনদেন, স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশনসহ অন্যান্য আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই টিউশন ফি প্রদান, অর্থ স্থানান্তর এবং অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

চিত্র ০৬: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং

- ১৮-২৫ বছর বয়সী তরুণ শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট ফাইল খোলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে, শিক্ষার্থীদের আর্ন্তজাতিক লেনদেন ও বৈধ উপায়ে বৈদেশিক মুদ্রায় উপার্জিত আয় (যেমন: ফ্রিল্যান্সিং) এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবে যা বর্তমান ডিজিটাল অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চিত্র ০৭: স্টুডেন্ট ব্যাংকিং

- স্টুডেন্ট ব্যাংকিং হিসাবধারীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও দক্ষতা অনুযায়ী আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে (Income-generating Activities) নিজেদেরকে নিয়োজিত করার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে।

৫. আর্থিক সাক্ষরতা:

- আর্থিক সাক্ষরতার মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবাসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও এর ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি জনসাধারণকে সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা জারি করেছে।
- আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালার আওতায় ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো সারাদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা প্রদান করছে। জুন, ২০২৬ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলে সর্বমোট ১৫,১৭৩ টি আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯,২৭,৬৪১ জনকে আর্থিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত Theme এর আলোকে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ কর্তৃক অনলাইনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা করা হয়।
- প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম সোমবার ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ কর্তৃক 'আর্থিক সাক্ষরতা দিবস' পালিত হয়।
- ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের ওয়েবসাইটের হোম পেজে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় এমন অংশে আর্থিক সাক্ষরতা কনটেন্ট সংবলিত 'Financial Literacy Tab' সংযোজন করা হয়েছে।

মেলায় প্রদর্শিত সকল লিফলেট পেতে স্ক্যান করুন